নুসরত ফারিয়ার জেল হেফাজত

সমীর দে
ঢাকা, ১৯ মে

আদালতের পথে অভিনেত্রী ফারিয়া। সোমবার, ঢাকায়। ছবি: সংগৃহীত

হত্যার চেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়াকে ২২ মে পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠানো হল। সোমবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত এই নির্দেশ দিয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর দায়রা বিচারক আদালতের প্রধান সরকারি কৌঁসুলি ওমর ফারুক ফারুকি। তিনি জানান, এদিন সকালে হেলমেট ও বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরিয়ে একটি মাইক্রোবাসে ফারিয়াকে আদালতে নিয়ে যায় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। নুসরতের জেল হেফাজতের আবেদন করা হয় সরকারি আইনজীবীর পক্ষ থেকে। ভাটারা থানায় দায়ের করা হত্যার চেষ্টা মামলায় উভয় পক্ষের শুনানির পর আদালত তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। বিচারক সাহাদ ফারাজানা হক এজলাসে আসার পর নুসরতকে কার্যত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। কাঠগড়ায় প্রায় ৩০ মিনিট রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। আদালতে কোনও কথাবার্তাও বলেননি।

রবিবার নুসরত ফারিয়াকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করে ইমিগ্রেশন পুলিশ। থাইল্যান্ড যাওয়ার সময় বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নুসরত ফারিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় ওই মামলায় তাঁকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে আসামি করা হয়।

ভাটারা থানার পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, গ্রেপ্তারের পর নুসরত ফারিয়াকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে নিরাপত্তার কারণে পরে তাকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

নুসরত ফারিয়া ২০১৫ সালে চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেন। এর পর থেকে তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের বেশ কিছু সিনেমায় কাজ করেন। মডেলিং, গান ও সঞ্চালনাতেও জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন।

নাগরিকত্বের আর্জি খারিজ শীর্ষ কোর্টে

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ১৯ মে

ভারত ধর্মশালা নয় যে বিশ্বের যে–কোনও দেশের উদ্বাস্তুদের এ–দেশে স্থায়ী জায়গা দিতে হবে। একটি মামলা প্রসঙ্গে সোমবার এমনই মন্তব্য করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। এ–দেশে এসে ইউএপিএ ধারায় জেল খাটতে হচ্ছে শ্রীলঙ্কার এক নাগরিককে। তিনি শ্রীলঙ্কার তামিল। ৭ বছর সাজার মেয়াদ শেষে তাঁকে দেশে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে মাদ্রাজ হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেন শ্রীলঙ্কার ওই নাগরিক। সেই আর্জি খারিজ করে এদিন শীর্ষ আদালতের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ বলেন, ‘সারা বিশ্বের উদ্বাস্তুদের কি ভারতেই জায়গা দিতে হবে? ইতিমধ্যেই আমাদের জনসংখ্যা ১৪০ কোটি। এ–দেশটা কোনও ধর্মশালা নয় যে যে–কোনও দেশের উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দিতে হবে।’ শ্রীলঙ্কার ওই নাগরিকের বক্তব্য ছিল, দেশে ফিরে গেলে তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে। তাই তাঁকে এ–দেশে আশ্রয় দেওয়া হোক। তবে এই আর্জিতে কান না দিয়ে তাঁকে অন্য কোনও দেশে যাওয়ার পরামর্শ দেন। মাদ্রাজ হাইকোর্ট রায় দিয়েছে, ৭ বছর সাজার মেয়াদ শেষে তাঁকে নিজের দেশে ফেরানো হবে। এই আদেশের বিরুদ্ধেই শীর্ষ আদালতে দ্বারস্থ হন শ্রীলঙ্কার ওই নাগরিক। শীর্ষ আদালতের প্রশ্ন, এখানে বসবাস করার জন্য তার কোনও অধিকার আছে কি? উত্তরে আর্জিকারীর আইনজীবী বলেন, সাজাপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তির স্ত্রী ও সন্তান এ–দেশেই রয়েছেন। তবে সেই যুক্তি খারিজ করেছে শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ।

হাইকোর্টের বিচারপতিদের সমহারে পেনশন

হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের পেনশন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। আজ, গোটা দেশের শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের পূর্ণ ও সমান হারে পেনশন দিতে হবে। নিযুক্তির তারিখ বা স্থায়ী কিংবা অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে পদমর্যাদা নির্বিশেষে একই হারে পেনশন দিতে হবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল (এনজিটি) বিচারকদের পাশাপাশি সব জেলা বিচারকের জন্যও অবসর–পরবর্তী সুবিধা সমান করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই, বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মসিহ এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ বলেছে, হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা পূর্ণ পেনশন প্রদান করতে হবে কেন্দ্রকে। হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্য কোনও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে বার্ষিক ১৩.৫০ লক্ষ টাকা পূর্ণ পেনশন দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে এ ক্ষেত্রে ‘ওয়ান র‍্যাঙ্ক, ওয়ান পেনশন’ নীতি অনুসরণ করতে হবে বলে জানিয়েছে আদালত।

সম্ভলে সমীক্ষা চলবে: এলাহাবাদ হাইকোর্ট

সম্ভলের বিতর্কিত সেই উপাসনালয়ে সমীক্ষা জারি থাকবে। সোমবার জানালো এলাহাবাদ হাইকোর্ট। ফলে ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে যে রায় দিয়েছিল আদালত তাকে আবার স্বীকৃতি দেওয়া হল। সেই সময় আদালতের এই রায়কে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিতর্ক হয়। হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু হয় উত্তরপ্রদেশের সম্ভলে। আইনজীবীদের একটি দল সমীক্ষার কাজ করতে গেলে তাদের বাধা দেওয়া হয়। কড়া পদক্ষেপ করে পুলিশ। এরপরই এলাকায় আইন–শৃঙ্খলার কথা মাথায় রেখে, সমীক্ষার সিদ্ধান্তের ওপর সাময়িক স্থগিতাদেশ আরোপ করে দেশের শীর্ষ আদালত। সোমবার ফের সমীক্ষা জারি রাখার রায়কেই মান্যতা দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। সোমবারের মামলাটিকে ফের সম্ভল জেলা আদালতে পাঠানোর সপক্ষে রায় দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি রোহিতরঞ্জন আগরওয়াল। বাদীপক্ষে হরিশঙ্কর জৈন–সহ আরও ৭ আইনজীবী এদিন সওয়াল করেন। তাঁদের বক্তব্য, উপাসনালয়টির চরিত্র বদল করা হয়েছিল মোগল আমলে। আংশিক ধ্বংস করে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছিল ধর্মস্থানটি।

শিলচরে পালিত ভাষা–শহিদ দিবস

অসমের বাঙালি–অধ্যুষিত বরাক উপত্যকায় যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল ভাষা–শহিদ দিবস। ১৯৬১ সালের ১৯ মে মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতির দাবিতে অহিংস আন্দোলনকারীদের ওপর বিনা প্ররোচনায় নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলিতে সেদিন শিলচর রেল স্টেশনের কাছে ১১ জন প্রাণ হারান। তাঁদের রক্তের বিনিময়ে বরাকের মানুষ লাভ করেন মাতৃভাষার স্বীকৃতি। সেই থেকে ভাষা–শহিদদের স্মরণে প্রতিবারের মতো এদিনও শিলচর–সহ বরাকের মানুষ দিনটি পালন করেন। দাবি ওঠে, শিলচর রেল স্টেশনের নাম ভাষা–শহিদদের স্মরণে রাখতে হবে। মাতৃভাষার অধিকারের দাবিতে বিভিন্ন সংগঠনের তরফে কলকাতাতেও পালিত হয় ১৯ মে। ভাষা–শহিদদের স্মরণ করা হয় শ্রদ্ধার সঙ্গে।

স্বর্ণমন্দিরকে টার্গেট করেছিল পাকিস্তান

সংবাদ সংস্থা
অমৃতসর, ১৯ মে

পাঞ্জাবের অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরকে টার্গেট করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল পাকিস্তান। পাকিস্তানের হামলা চুরমার করে দিয়েছে ভারতীয় এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। সোমবার জানালেন সেনাবাহিনীর ১৫ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) মেজর জেনারেল কার্তিক সি শেষাদ্রি।

মেজর জেনারেল শেষাদ্রি বলেছেন, ‘জানতাম পাক সেনাবাহিনীর হামলার কোনও নির্দিষ্ট টার্গেট নেই। ভারতীয় সেনাছাউনি, জনবহুল এলাকা, ধর্মস্থানে হামলা করতে পারে। স্বর্ণমন্দিরকে নিশানা করতে পারে। আশঙ্কায় অত্যাধুনিক এয়ার ডিফেন্স প্রযুক্তির ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয় স্বর্ণমন্দির। ৮ মে রাতে পাকিস্তানের দিক থেকে ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ধেয়ে আসে। কিন্তু আমাদের বীর, সজাগ জওয়ানরা পাক সেনাবাহিনীর অসৎ অভিপ্রায় চুরমার করে দিয়েছে। স্বর্ণমন্দিরকে নিশানা করে উড়ে আসা ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র সব ধ্বংস করেছে। আমাদের স্বর্ণমন্দিরে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।’

মেজর জেনারেল আরও বলেছেন, ‘মুরিদকে অঞ্চলে লস্কর–ই–তৈবার সদর দপ্তর এবং বাহাওয়ালপুরে জৈশ–ই–মহম্মদের সদর দপ্তর রয়েছে। মুরিদকে ও বাহাওয়ালপুরে নটি জায়গাকে টার্গেট করে অপারেশন সিঁদুর চালানো হয়। কিন্তু পাক সেনাঘাঁটি বা অসামরিক কেন্দ্রে ইচ্ছাকৃত হামলা করা হয়নি, অভিযানের পরই তা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছি আমরা।’

৭ মে রাতে ‘অপারেশন সিঁদুর’ অভিযান শুরু করে ভারত। বেছে বেছে পাকিস্তান এবং পাক–অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি জঙ্গি ঘাঁটিকে নিশানা করে গুঁড়িয়ে দেয় ভারত। তবে পাকিস্তান চুপ করে থাকবে না, যে কোনও জায়গায় হামলা করতে পারে, আশঙ্কায় সরকারি প্রতিষ্ঠান–সহ ধর্মস্থানের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছিল। ৮ মে রাতে পাকিস্তান হামলা চালায়। সে রাতে হামলা থেকে স্বর্ণমন্দিরকে সুরক্ষিত করেছে ভারতীয় এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের অন্তর্গত আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র সিস্টেম, এল–৭০ এয়ার ডিফেন্স গানস। কীভাবে রক্ষা করা হয় সে সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেছে সেনাবাহিনী।

গাজায় ‘মানবিক সাহায্য’ নেতানিয়াহুর

একটানা প্রায় ৭০ দিন গাজা অবরুদ্ধ করে অভিযান চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। সেই হামলায় প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা। এবার সেই গাজাতেই ‘মানবিক সাহায্য’ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল ইজরায়েলের সরকার। গাজার ভয়াবহ খাদ্য সংকট নিয়ে বিশ্ব জুড়ে আগেই উদ্বেগ ছড়িয়েছিল। তারপরই ত্রাণ পাঠানোর অনুমতি দিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তেল আভিভ থেকে তিনি ঘোষণা করেছেন, দুর্ভিক্ষের ফলে গাজায় নতুন কোনও সামরিক অভিযান ইজরায়েলকে সমস্যায় ফেলতে পারে। ফলে ২৩ লক্ষ জনসংখ্যার এই অঞ্চলে খাদ্য সহায়তার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। গাজা থেকে জঙ্গি ঘাঁটি নির্মূল করতে সামরিক অভিযান চালাতে শুরু করেছে ইজরায়েল। গত রবিবারই এর ফলে মৃত্যু হয় ১৫১ জনের। গাজায় ইন্দোনেশিয়ান এক হাসপাতালকে কেন্দ্র করেই মূলত অভিযান চলছে। এখানে একাধিক হামাস জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে বলে দাবি ইজরায়েলের। এই পরিস্থিতিতে তীব্র খাদ্য সঙ্কটে পড়েছে কমপক্ষে ১০ লক্ষ গাজাবাসী। এই পরিস্থিতিতেই গাজায় ত্রাণ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন নেতানিয়াহু। তবে সেই ত্রাণ যাতে কোনওভাবেই হামাসের কাছে না পৌঁছয় তা নিশ্চিত করবে ইজরায়েল।

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)

অষ্টম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা– ৭০০০৭১

কেস নং: ওএ/৩৪৯/২০২৪

ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রেসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩ এর রুল ৫ সাব–রুল (২এ) সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে সমন

এক্সিবিট নং: ২৩৫৮

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
– বনাম –
নগেন পাল

প্রতি:
(১) নগেন পাল
পিতা হরিপদ পাল, জাপাত, কালিতলা, পোঃ এবং থানা–কালনা, ভবা পাগল মন্দিরের নিকটে, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৪০৯,
(২) লক্ষ্মী পাল
স্বামী নগেন পাল এবং পিতা আনন্দ পাল, জাপাত, কালিতলা, পোঃ এবং থানা–কালনা, ভবা পাগল মন্দিরের নিকটে, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৪০৯,
(৩) প্রসেনজিৎ সরকার
পিতা শ্রী রাধানাথ সরকার, জাপাত, কালিতলা, পোঃ এবং থানা–কালনা, ভবা পাগল মন্দিরের নিকটে, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৪০৯

সমন

যেহেতু, **২৬.০৩.২০২৫** তারিখে **ওএ/৩৪৯/২০২৪** মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার সমীপে তালিকাভুক্ত হয়েছে।
যেহেতু, **₹২৪,০৫,৭৪২.০৬/–** বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা উক্ত আবেদনের (ওএ) প্রেক্ষিতে এই মহামান্য ট্রাইবুনাল উক্ত অ্যাক্টের ১৯(৪) ধারাধীনে সমন/নোটিস জারি করছে (দরকারি নথিগুলি সহ আবেদনের কপি ইত্যাদি এখানে সংলগ্ন করা হয়েছে)।
উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারা মোতাবেক, আপনাদের প্রতি অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট প্রতিবাদী পক্ষগণের প্রতি নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি জারি করা হচ্ছে:–
(১) এই সমনের পরিষেবা জারির তিরিশ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির আর্জি কেন মঞ্জুর করা হবে না, তার কারণ দর্শাতে হবে;
(২) প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ–এর অধীনে আবেদনকারী দ্বারা নির্ধারিত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদসমূহ বাদে অন্য সমস্ত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদসমূহের বিবরণ ঘোষণা করতে হবে;
(৩) শুনানি হতে চলা এবং সম্পত্তিসমূহ ক্রোকের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ–এর অধীনে ঘোষিত সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা এই ধরনের পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন বা এগুলি বিক্রি করা থেকে আপনাদের বিরত থাকতে বলা হচ্ছে;
(৪) এই ট্রাইবুনালের আগাম অনুমোদন ছাড়া প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ–এর অধীন ঘোষণা অনুযায়ী যে পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ তৈরি করা হয়েছিল এবং/বা নির্ধারিত/ঘোষিত সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা সম্পত্তিসমূহ আপনারা বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনও উপায়ে (স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতি বাদে) হস্তান্তর করতে পারবেন না;
(৫) স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা অন্যান্য পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করে প্রাপ্ত বিক্রয়মূল্যের হিসাব দিতে এবং এই সকল পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ ধারক এই ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে রক্ষণাবেক্ষণকৃত নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে এই বিক্রয়মূল্য জমা দিতে আপনারা দায়বদ্ধ থাকবেন।
পাশাপাশি, আপনাদের প্রতি আপনাদের বক্তব্যের সমর্থনে লিখিত বিবৃতি জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হচ্ছে যার একটি কপি আবেদনকারীর কাছেও জমা দিতে হবে এবং **১৬.০৭.২০২৫ তারিখে সকাল ১০:৩০টায় রেজিস্ট্রারের সামনে** হাজির থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যার অন্যথা হলে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই উক্ত আবেদনের শুনানি ও নিষ্পত্তি হবে।
আজ ২৯.০৩.২০২৫ তারিখে এই ট্রাইবুনালের সিলমোহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম।

অ্যাসিস্টান্ট রেজিস্ট্রার
কলকাতা ডিআরটি–২

দ্রষ্টব্য : যেটি প্রযোজ্য নয় বাদ দিন

MP BIRLA GROUP

বিড়লা কর্পোরেশন লিমিটেড

CIN: L01132WB1919PLC003334
রেজিস্টার্ড অফিস: বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা–৭০০০০১
ফোন: ০৩৩–৬৬১৬ ৬৭২৯/৬৭৩৭; **ফ্যাক্স:** ০৩৩–২২৪৮ ৭৯৮৮/২৮৭২
ই–মেল: investorsgrievance@birlacorp.com; **ওয়েবসাইট:** www.birlacorporation.com

বিষয়: ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) সাধারণ শেয়ার স্থানান্তর সংক্রান্ত নোটিস

এতদ্বারা এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, বিভিন্ন সময়ে পরিমার্জিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ (‘আইইপিএফ রুলস’)–সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১২৪(৬) নং ধারাধীনে ২০১৭–১৮ আর্থিক বছরের জন্য ঘোষিত লভ্যাংশ, যা সাত বছর ধরে দাবিহীন/ অপ্রদত্ত রয়েছে, সেগুলি নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ, ২৩ আগস্ট, ২০২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আইইপিএফে জমা করে দেওয়া হবে। যে সকল শেয়ারের ওপর টানা সাত বছর ধরে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়নি বা দাবি করা হয়নি, সেগুলিও কোম্পানি কর্তৃক আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হবে।
কোম্পানির তরফে ১৯ মে, ২০২৫ তারিখে সম্পর্কিত সেই সকল শেয়ারধারকদের প্রতি তাঁদের নিবন্ধিত ঠিকানায় আলাদাভাবে নোটিস পাঠানো হয়েছে, যাঁদের যাঁদের শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরযোগ্য। এই ধরনের শেয়ারধারকদের বিবরণ কোম্পানির https://birlacorporation.com/notices.html ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে।
যে সকল শেয়ারধারক ফিজিক্যাল ফর্ম শেয়ার ধারণ করছেন এবং যাঁদের শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরযোগ্য, তাঁরা এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন যে, উক্ত শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত করার উদ্দেশ্যে কোম্পানি তাঁদের ধারণকৃত মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে নিশ্চিতকরণ পত্র (লেটার অফ কনফার্মেশন) জারি করবে এবং এর ফলে উক্ত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) নিজে থেকেই বাতিল হয়ে যাবে ও লেনদেন–অযোগ্য প্রতিপন্ন হবে। এরূপ নিশ্চিতকরণ পত্র জারি করার পর, কোম্পানি কর্পোরেট প্রক্রিয়ায় ডিপোজিটরিকে অবহিত করবে যাতে এই ধরনের ফিজিক্যাল শেয়ারগুলিকে ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে রূপান্তর করা হয় এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে স্থানান্তর করা হয়। যদি শেয়ারগুলি ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে থাকে এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিমেট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হওয়ার উপযুক্ত হয়, তাহলে কোম্পানি কর্পোরেট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের জন্য ডিপোজিটরিকে অবহিত করবে।
সম্পর্কিত শেয়ারধারকদের সর্বশেষ ৮ আগস্ট, ২০২৫ বা তার আগে তাঁদের দাবি না করা/ অপ্রদত্ত লভ্যাংশের প্রেক্ষিতে দাবি জানানোর অনুরোধ করা হচ্ছে। যদি **৮ আগস্ট, ২০২৫**–এর মধ্যে সম্পর্কিত কোনও শেয়ারধারক এরূপ লভ্যাংশের জন্য দাবি পেশ না করেন, তাহলে আইইপিএফ রুলসের সংস্থান মেনে চলার লক্ষ্যে কোম্পানি সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারকের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ না করেই আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ারগুলি স্থানান্তরে বাধ্য হবে।
সম্পর্কিত শেয়ারধারকগণ এই বিষয়টিও খেয়াল রাখবেন, আইইপিএফ রুলস–সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১২৪(৬) নং ধারা অনুসারে, শেয়ার ও দাবিহীন লভ্যাংশ আইইপিএফে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারকগণ ‘এনটাইটেলমেন্ট লেটার’ জারির জন্য কোম্পানি বা কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (আরটিএ)–এর কাছে অনুরোধ জানিয়ে এগুলির জন্য দাবি জানাতে পারবেন এবং পরবর্তীতে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের থেকে এই ধরনের স্থানান্তরিত শেয়ার ও অপ্রদত্ত লভ্যাংশের প্রেক্ষিতে দাবি জানাতে ‘এনটাইটেলমেন্ট লেটার’ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি সমেত www.iepf.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ ই–ফর্ম নং আইইপিএফ–৫ অনুসারে অনলাইনে আবেদন পেশ করতে পারবেন। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন দাবিহীন লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে স্থানান্তরিত শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও দাবি বকেয়া রাখা চলবে না।
কোনও দাবি বা প্রশ্নের উত্তর পেতে অনুগ্রহপূর্বক কোম্পানির আরটিএ, মেসার্স কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড, সেলেনিয়াম বিল্ডিং, টাওয়ার ‘বি’, প্লট নং ৩১ ও ৩২, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, ননাক্রমগুড়া, সেরিলিঙ্গমপল্লী, হায়দরাবাদ, রঙ্গারেড্ডি, তেলঙ্গানা, ভারত–৫০০০৩২, টেলিফোন নম্বর: +৯১–৪০–৬৭১৬২২২২/ ৭৯৬১ ১০০০, ই–মেল আইডি: einward.ris@kfintech.com অথবা কোম্পানির শেয়ার ডিপার্টমেন্ট, ৯/১, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা–৭০০০০১, টেলিফোন নম্বর: (০৩৩) ৬৬১৬৬৭২৯/ ৬৭৩৭, ই–মেল আইডি: investorsgrievance@birlacorp.com–তে যোগাযোগ করবেন।

বিড়লা কর্পোরেশন লিমিটেড–এর পক্ষে
স্থান: কলকাতা — **স্বাঃ–মনোজ কুমার মেহতা**
তারিখ: ১৯ মে, ২০২৫ — **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং লিগ্যাল হেড**

केनरा बैंक Canara Bank
सिंडिकेट Syndicate

দখল বিজ্ঞপ্তি
[১৩(৪) নং ধারা] [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
পরিশিষ্ট IV
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০১৬, ই–মেল: cb2364@canarabank.com

যেহেতু:
কানাড়া ব্যাঙ্ক–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট ৫৪/২০০২) [এখানে এর পরে ‘উক্ত অ্যাক্ট’ হিসেবে উল্লিখিত]–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতা শ্রী বিশ্বজিৎ সিনহা (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা সাধন চন্দ্র সিনহা, ৪৭, অম্বিকা মুখার্জি রোড, পূর্বাচল, পানিহাটি, ঘোলা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, সোদপুর, ব্যারাকপুর–২, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১১৩
–এর প্রতি **১৩.০৩.২০২৫ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ₹৭৬,০০,২৮০.০০ (ছিয়াত্তর লক্ষ দুশো আশি টাকা মাত্র), তৎসহ এর ওপর উদ্ভূত সুদ আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং জামিনদার দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা (গণ), জামিনদারগণ এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৯ মে, ২০২৫** তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন ₹৭৬,০০,২৮০.০০ (ছিয়াত্তর লক্ষ দুশো আশি টাকা মাত্র) তৎসহ এর ওপর উদ্ভূত সুদ সমেত কানাড়া ব্যাঙ্ক–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৮) নং ধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের সমগ্র টপ ফ্লোরের সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৬০০ বর্গফুট (মার্বেলের মেঝে) যাতে দুটি ফ্ল্যাট আছে, প্রতিটি ফ্ল্যাটের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৮০০ বর্গফুট, প্রতিটি ফ্ল্যাটে দুটি বেডরুম, একটি ড্রইং, একটি কিচেন, দুটি বাথ এবং একটি ব্যালকনি আছে, এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি কার পার্কিং স্পেস, মাপ কমবেশি ১৫০ বর্গফুট, জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ সহ কমন এরিয়া, প্যাসেজ, স্থাপনা, ফিটিংস এবং ফিক্সচারের অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ সহ, বাস্তু জমির মাপ ৩ কাঠা, অবস্থান ২২, ভুবন মোহন রায় রোড, মৌজা পূর্ব বড়িশা, জে এল নং ২৩, আর এস নং ৪৩, তৌজি নং ২৩৬, আর এস দাগ নং ২২৭, আর এস খতিয়ান নং ১৪৩৫/১, এডিএসআর বেহালা, ডিএসআর–২, আলিপুর, পোঃ বড়িশা, থানা ঠাকুরপুকুর বর্তমানে হরিদেবপুর, কলকাতা–৭০০০০৮, কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড নং ১২৩ এর বর্তমান এলাকাধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **২০২৩ সালের দলিল নং ৯০১৫ অনুসারে শ্রী বিশ্বজিৎ সিনহা এর নামে। জমির চৌহদ্দি:** উত্তরে–১৬ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে–ড্রেন এবং গোপাল কলোনি, পূর্বে–খাস জমি, পশ্চিমে–শ্রীমতী মীরারানি চ্যাটার্জির জমি।
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি: উত্তরে–ব্যালকনি, দক্ষিণে–ব্যালকনি, পূর্বে–খোলা আকাশ, পশ্চিমে–খোলা আকাশ।

তারিখ: ১৯.০৫.২০২৫ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা — কানাড়া ব্যাঙ্ক

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

পরিশিষ্ট–IV–A — স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ)–এর ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নয়া দিল্লি–১১০০০১। ফোন: ০১১–২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com
কলকাতা ব্রাঞ্চ: পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নয়া দিল্লি–১১০০০১। ফোন: ০১১–২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.সিom
কলকাতা ব্রাঞ্চ: পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ–সহ বিশেষত নীচের টেবিলে কলাম নং ‘A’–তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নীচের টেবিলে কলাম নং ‘D’–তে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল (কলাম নং ‘সি’–তে উল্লেখমতো) নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচে উল্লিখিত বিশদ তথ্য অনুযায়ী **‘যেখানে আছে, যেমন আছে, যা কিছু আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে কলাম নং ‘A’–তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বা বন্ধকদাতাগণের (প্রয়াত হলে) আইনি উত্তরাধিকারীগণ (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), এগজিকিউটর(গণ), অ্যাডমিনিস্ট্রেটর(গণ), সাক্সেসর(গণ), অ্যাসাইনি(গণ) (প্রযোজ্যমতো)–এর প্রতি হাল তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী–সহ পঠনীয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯–এর সংস্থানাধীনে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে।
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/ সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর এই ওয়েবসাইট দেখুন: **www.pnbhousing.com**.

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর/ ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারীগণের নাম (A)	দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ও তারিখ (B)	দখলের প্রকৃতি (C)	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (D)	সংরক্ষণ মূল্য (আরপি) (E)	ইএমডি (আরপি–র ১০%) (F)	ডাক জমার শেষ তারিখ (G)	ডাক বাড়ানোর হার (H)	পরিদর্শনের তারিখ ও সময় (I)	নিলামের তারিখ ও সময় (J)	জ্ঞাত দায়/ বিচারাধীন মামলা (যদি থাকে) (K)
HOU/KOL/ 1221/ 935616 ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা সুবীর সরকার/ রুপালি সরকার	₹ ১৪,৭৩,৯৭২.০০ ১০.০৫.২০২৩ অনুযায়ী	বাস্তবিক দখল	প্রায় ২ কাঠা জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– বাঁশপুল, জে এল নং ৩২, এলওপি নং ২৭৬, সি এস দাগ নং ৯৯, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৪৭০, এল আর খতিয়ান নং ৫০৬৭, হোল্ডিং নং ৪/৮৮/১৫, কল্যাণগড়, থানা– অশোকনগর, অশোকনগর–কল্যাণগড় পুরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা এবং এটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– শ্রী সুজিত রায়ের সম্পত্তি; দক্ষিণ– পুরসভার ৮ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; পূর্ব– পুরসভার ১০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; পশ্চিম– এলওপি নং ২৭৭।	₹ ১১,৮২,০০০/–	₹ ১,১৮,২০০/–	০৯.০৬.২০২৫	₹ ১০,০০০/–	০২.০৬.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	১০.০৬.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টে	জানা নেই
HOU/KOL/ 0519/ 696088 ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা অশোক সিং / সিকন্দর যাদব (জামিনদার)	₹ ১৬,৪২,৮৫০.০৮ ১৮.০৪.২০২২ অনুযায়ী	বাস্তবিক দখল	সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেসের কমন এরিয়া সমেত ‘সাধনা অ্যাপার্টমেন্টস’ নামক প্রস্তাবিত জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের ‘বি’ ব্লকের ৪ নং ফ্লোরে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অন্তর্ভুক্ত করে সামান্য কমবেশি ৭৩৫ বর্গফুট মাপের ফ্ল্যাট নং ৪০১–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত সামান্য কমবেশি ৫ (পাঁচ) ডেসিমেল বাস্তু জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার, যার হাল খতিয়ান নং ৩৮৮৩, হাল দাগ নং ৮৪৬, আর এস খতিয়ান নং ১৬৫, তৎসহ সামান্য কমবেশি ৩ (তিন) ডেসিমেল জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার, যার হাল দাগ নং ৫২৪, হাল খতিয়ান নং ৩৮৮৩, আর এস খতিয়ান নং ৮০১, মোট জমি ৮ (আট) ডেসিমেল বা ৫ (পাঁচ) কাঠা ৭ (সাত) ছটাক ৪০ (চল্লিশ) বর্গফুটের সমতুল, এর অবস্থান: জে এল নং ৫, পরগনা ও মৌজা– ধাড়সা, হাওড়া পুরনিগমের ৪৭ নং ওয়ার্ড, থানা– জগাছা এবং এটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– সুবলচন্দ্র দাসের জমি; দক্ষিণ– সরকারি রাস্তা; পূর্ব– সুকুমার সাহার জমি; পশ্চিম– সুবলচন্দ্র দাসের জমি।	₹ ১৫,৭৫,০০০/–	₹ ১,৫৭,৫০০/–	০৯.০৬.২০২৫	₹ ১০,০০০/–	০২.০৬.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	১০.০৬.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টে	জানা নেই

* তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এবং/বা পরবর্তীতে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে বার্ষিক ১৮% হারে প্রযোজ্যমতো সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি। ** পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে উপরিলিখিত স্থাবর/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের ওপর অন্য কোনও দায়/ দাবি বকেয়া নেই (কলাম নং ‘K’–তে উল্লিখিত বাদে)। পরবর্তী যাবতীয় দায় সফল ক্রেতা/ডাকদাতাকেই আদায় দিতে হবে। উল্লিখিত দায়গুলির পরিস্থিতি স্বাধীনভাবে যাচাই করে নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য ক্রেতা(গণ)/ ডাকদাতাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
১. আজকের তারিখ পর্যন্ত উপরিলিখিত স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি, দায় ঝেড়ে ফেলা ও/বা হস্তান্তর করায় পিএনবি এইচএফএল/ পিএনবি এইচএফএল–এর অনুমোদিত আধিকারিকের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে কোনও আদেশ/ আদালতের স্থিতাবস্থা জারির নির্দেশ নেই। **২.** নিজেদের দরপত্র/ বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দেওয়া বা দরপ্রস্তাব(সমূহ) পেশের আগে সম্ভাব্য ক্রেতা/ ডাকদাতা এবং আগ্রহী পক্ষগণ ওপরের টেবিলে কলাম নং ‘K’–তে উল্লিখিত মামলা/ জারিকৃত আদেশের প্রেক্ষিতে শুনানি স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং এগুলি বাদেও তাঁরা পিএনবি এইচএফএল–এর জিম্মায় থাকা সম্পত্তির নথিপত্র ও স্বত্ব যাচাই করে নিজেরা নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে পারেন। বিড ফর্মের পাশাপাশি ডাকদাতা(গণ)–কে এই নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলিতেও স্বাক্ষর করতে হবে। **৩.** অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(৩)–এর শর্তানুসারে ডাকদাতা(গণ)/ ক্রেতা নিলামের দিনেই বা সর্বাধিক পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (জমাকৃত ইএমডি ধরে, যদি থাকে) আদায় দিতে বাধ্য। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(২) অনুযায়ী সুরক্ষিত ঋণদাতা বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পরে সফল ক্রেতার/ ডাকদাতার অনুকূলে বিক্রয় চূড়ান্ত করা হতে পারে। ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক আদায় দিতে হবে বিক্রি নিষ্পত্তির চিঠি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে এবং এরূপে অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হলে সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ পুনরায় বিক্রি করা হবে। **৪.** ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি পরিচালনায় অনুমোদিত আধিকারিকের সহায়তায় থাকবে **মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ**, কর্পোরেট অফিসের ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, ফ্লোর নং ৩, সেক্টর ৪৪, গুড়গাঁও, হরিয়ানা– ১২২০০৩, ওয়েবসাইট: www.bankeauctions.com। সম্পত্তি পরিদর্শন বা বিড ডকুমেন্ট সংগ্রহ সংক্রান্ত কোনও সহায়তার প্রয়োজনে এবং রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আপনারা এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: পিএনবিএইচএফএল–এর অনুমোদিত ব্যক্তি মিঃ ইন্দ্র সেন যাদব, যোগাযোগের টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০ ১২০ ৮৮০০, auction@pnbhousing.com অথবা, www.pnbhousing.com দেখতে পারেন।

স্থান: কলকাতা; তারিখ: ২০.০৫.২০২৫ — অনুমোদিত আধিকারিক, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

TRAVELS & RENTALS

ট্রাভেলস অ্যান্ড রেন্টালস লিমিটেড

(পূর্বতন ট্রাভেলস অ্যান্ড রেন্টালস প্রাইভেট লিমিটেড)

ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্য অডিও ভিসুয়াল মাধ্যম –এ কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **বিজ্ঞপ্তি** জারি হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্য অডিও ভিসুয়াল (ওএভিএম) মাধ্যম **১২ জুন ২০১৫, বৃহস্পতিবার, বিকাল ৩:০০ টায় (ভা স)** অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম (আইন), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) এর প্রযোজ্য বিধান মেনে, ৮ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ সহ পঠিত সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০ সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) এবং ৫ই জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের সেবি সার্কুলার (সম্মিলিতভাবে “সার্কুলার” হিসাবে উল্লেখিত) দ্বারা কাজ পরিচালনা করার জন্য প্রযোজ্য বিধান মেনে, একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই। কোম্পানির ইজিএম এর নোটিশ শুধুমাত্র ভিসি /ওএভিএম দ্বারা ইজিএম এ উপস্থিত থাকতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভিসি /ওএভিএম এর মাধ্যমে ইজিএম– এ অংশগ্রহণকারী সদস্যরা আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হবে।
পূর্বোক্ত সার্কুলারগুলি মেনে কোম্পানিটি কেবলমাত্র সোমবার, ১৯ মে ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিকভাবে তৈরি ইজিএম এর নোটিস পাঠিয়েছে, যাদের ইমেল ঠিকানা ১৬ মে ২০২৫ পর্যন্ত ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধীকৃত রয়েছে।
ইজিএম-এর নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.travelsandrentals.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ বিএসই লিমিটেড–এর www.bseindia.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর www.evotingindia.com থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

রিমোট ই-ভোটিং এবং ইজিএম-এ ই-ভোটিং

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১০৮, লিস্টিং রেগুলেশনস–এর রেগুলেশন ৪৪ এবং সাধারণ সভার সচিবালয়ের মানদণ্ড অনুসারে, কোম্পানি ইজিএম (রিমোট ই-ভোটিং”) এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সিডিএসএল-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। এছাড়াও সিডিএসএল-এর মাধ্যমে কোম্পানি ইজিএম (ই-ভোটিং) এর সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করছে।

ই-ভোটিং এর নির্ণায়ক তারিখ	**বুধবার, ৪ জুন, ২০২৫**
রিমোট ই-ভোটিং এর শুরু	**সোমবার, ০৯ জুন, ২০২৫ (সকাল ০৯.০০ ভা স)**
রিমোট ই-ভোটিং শেষ	**বুধবার, ৯ জুন, ২০২৫ (বিকাল ০৯.০০ ভা স)**

যেসব সদস্য ভিসি /ওএভিএম এর মাধ্যমে ইজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা ইজিএম চলাকালীন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। ইজিএম-এর আগে যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও ইজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং
ইজিএম-এ অংশগ্রহণ করবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। অতএব, সদস্যরা নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে ইজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, তিনি পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না।
কোম্পানি ইজিএম-এ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং ই-ভোটিং পর্যবেক্ষণের জন্য কর্মরত কোম্পানি সেক্রেটারি বিনয় কুমার পান্ডেকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে। ইজিএম শেষ হওয়ার দুই কাজের দিনের মধ্যে ই-ভোটিংয়ের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ ঘোষিত ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জে জানানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.travelsandrentals.in এবং ক্যামিও কর্পোরেট সার্ভিসেস লিমিটেড (ক্যামিও) এর ওয়েবসাইট www.cameoindia.com--এ দেওয়া হবে।
সদস্যরা সিডিএসএল-এর রিমোট ই-ভোটিং লগইন শংসাপত্র ব্যবহার করে এবং বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে প্রদত্ত ভিসি /ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ইজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন।
নোটিশ পাঠানোর পর কোনও ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার রাখলে এবং কোম্পানির সদস্য হলে এবং কাট-অফ তারিখ বুধবার, ০৮ জুন ২০২৫ অনুসারে শেয়ার ধারণ করলে www.evotingindia.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি তিনি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য সিডিএসএল-এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
ইজিএম-এর আগে বা চলাকালীন সহায়তার প্রয়োজন এমন সদস্যরা www.evotingindia.com ঠিকানায় ডাকযোগে অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা ১৮০০২১০৯৯১১ নম্বরে কল করে সিডিএসএল হেল্পডেস্কে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও, সদস্যরা cameo@cameoindia.com ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।
সদস্যদের ইজিএম-এর নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত বিষয় এবং বিশেষ করে, ইজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী, ইজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি খুঁটিয়ে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ট্রাভেলস অ্যান্ড রেন্টালস লিমিটেডের পক্ষে
পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
স্বা/
দেবেন্দ্র ভরত পারেখ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন-০০৩৯৪৮৫৫

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৯.০৫.২০২৫

Chola
Enter a better life

চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

কর্পোরেট অফিস:
‘চোলা ক্রেস্ট’, সি৫৪ এবং ৫৫, সুপার বি–৪, থিরু ভি ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গিণ্ডি, চেন্নাই–৬০০০৩২, ভারত
রিজিওনাল অফিস: ৫৫ এবং ৫৫/১, চৌরঙ্গি রোড, ৪ নং ফ্লোর, চৌরঙ্গি কোর্ট, রবীন্দ্র সদনে নেহরু চিলড্রেন’স মিউজিয়ামের বিপরীতে, কলকাতা–৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ

রুল ৮(১)–এর অধীনে প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু:
মেসার্স চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ [এখানে এর পরে ‘উক্ত অ্যাক্ট’ হিসেবে উল্লিখিত]–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ–এর প্রতি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তাঁদের থেকে পাওনা অর্থাঙ্ক ও এর ওপর সুদ আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা তারিখে কোম্পানির কাছে বন্ধক প্রদত্ত নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন।
বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, তদুপরি সুদ ও অন্যান্য চার্জ সমেত **মেসার্স চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড**–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত সিকিউরিটাইজেশন অ্যাক্টের ১৩(৮) ধারাধীনে বিক্রির প্রজ্ঞাপন জারির আগে যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও খরচ সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি প্রদান করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে পারবেন।

ক্রম নং	ক) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর খ) ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) প্রতীকী দখলের তারিখ
১	**ক) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: HE02GKL00000000564, XOHEGKL00004102096 এবং X0HEGKL00002902811** **খ) ১. মেসার্স এস এস পি প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (আবেদনকারী)** ৩৩, রামকৃষ্ণপল্লী, সোনারপুর, রাজপুর, দক্ষিণ রাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০১৫০ **২. মেসার্স বনফায়ার ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড (সহ–আবেদনকারিণী)** ৩৩, রামকৃষ্ণপল্লী, সোনারপুর, রাজপুর, দক্ষিণ রাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০১৫০ **৩. মেসার্স এন পি জুয়েলার্স (সহ–আবেদনকারী)** ৬৩, বহরমপুর, সোনারপুর মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০১৫০ **৪. পার্থ ঘোষ (সহ–আবেদনকারী)** ৩৩, রামকৃষ্ণপল্লী, সোনারপুর, রাজপুর, দক্ষিণ রাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০১৫০ **৫. মেসার্স রূপতারা ডিলার্স প্রাইভেট লিমিটেড (সহ–আবেদনকারী)** ৩৩, রামকৃষ্ণপল্লী, সোনারপুর, রাজপুর, দক্ষিণ রাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০১৫০ **৬. মেসার্স শ্রমণ প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (সহ–আবেদনকারিণী)** ৩৩, রামকৃষ্ণপল্লী, সোনারপুর, রাজপুর, দক্ষিণ রাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০১৫০ **৭. সৈরিন্ধ্রী ঘোষ (সহ–আবেদনকারী)** ৩৩, রামকৃষ্ণপল্লী, সোনারপুর, রাজপুর, দক্ষিণ রাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০১৫০	২৫৪৭ বর্গফুট মাপের দোতলা বাড়ি সহ ৫ কাঠা ৪১ বর্গফুট জমির সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা–জগন্নাথপুর, জে এল নং ৫১, আর এস দাগ নং ৫৫৭, আর এস খতিয়ান নং ৩৮৬, এল আর দাগ নং ৬৮৩, এল আর খতিয়ান নং ১০৪০, থানা সোনারপুর, রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৮, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১৫০। **চৌহদ্দি:** উত্তরে: প্লট নং ৩৪/১ এবং ৩৪/২, দক্ষিণে: ১২ ফুট থেকে ১৬ ফুট রাস্তা, পূর্বে: ১৩ ফুট থেকে ১৬ ফুট রাস্তা, পশ্চিমে: আনিশা খাতুনের পুকুর।	ক) ০৬.০৩.২০২৫ খ) ₹৪৯,৬১,৫০৪.০০ (উনপঞ্চাশ লক্ষ একষট্টি হাজার পাঁচশো চার টাকা মাত্র), ০৬.০৩.২০২৫ অনুযায়ী এবং এর ওপর সুদ গ) ১৭.০৫.২০২৫ (প্রতীকী দখল)

তারিখ: ২০.০৫.২০২৫ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: দক্ষিণ ২৪ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ) — চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড